



46544 - বতিরিরে নামাযের পদ্ধতি

প্রশ্ন

বতিরিরে নামায আদায়ের সর্বোত্তম পদ্ধতিকাী?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

বতিরিরে সর্বনমিন সংখ্যা এক রাকাত। তিনি, পাঁচ, সাত, নয় এবং এগারো রাকাতও বতিরি পড়া যায়। বতিরিরে ক্ষেত্রে পূর্ণতার ন্যূনতম রূপ হচ্ছে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফরিয়ে তারপর এক রাকাত পড়ে সালাম ফরোনো। এক সালামে তিনি রাকাত পড়াও জায়েয, তবে সেখানে একবার তাশাহুদ পড়তে হবে; দুই বার নয়। তিনি রাকাতের মধ্যে প্রথম রাকাত পুরো সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাত সূরা কাফরিন এবং তৃতীয় রাকাত সূরা ইখলাস পড়বে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

বতিরিরে নামাযের ফযীলত:

বতিরিরে নামায আল্লাহ তাআলার নকৈট্য অর্জনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এমনকি কিছু আলমে তথা হানাফী আলমেগণ মনে করে এটা ওয়াজবি। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হচ্ছে এটি সুন্নতে মুয়াক্কাদা। যে নামায প্রতিটি মুসলমিরে নিয়মিত আদায় করা ও পরহির না করা বাঞ্ছনীয়।

ইমাম আহমদ রাহমাহুল্লাহ বলেন: 'যে ব্যক্তি বতিরিরে নামায পড়ে না সে মন্দ ব্যক্তি। তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত নয়।'

এর থেকে বতিরিরে নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। বতিরিরে নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কে নমিনোক্ত পয়েন্টে আমরা সংক্ষেপে কথা বলতে পারি:

বতিরিরে নামাযের ওয়াক্ত:

এশার নামায পড়ার পর থেকে বতিরিরে নামাযের সময় শুরু হয়। এমনকি কটে যদি এশার নামাযকে মাগরবিরে নামাযের সাথে একত্রে পড়ে তার ক্ষত্রেও। ফজর উদতি হওয়া পর্যন্ত এর সময় অবশিষ্ট থাকে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “নশিচয়ই আল্লাহ একটি নামায দ্বারা তোমাদের সাহায্য করছেন। তা হচ্ছে বতিরিরে নামায। আল্লাহ তোমাদের জন্য এর সময়কে এশার নামাযের পর থেকে ফজর উদতি হওয়া পর্যন্ত নির্ধারণ করে দিয়েছেন।”[হাদীসটি তরিমযী (৪২৫) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সহীহুত তরিমযীতে এ হাদিসকে সহহি বলে গণ্য করছেন]

বতিরিরে নামায ওয়াক্তেরে শুরুতে পড়া উত্তম; নাকি বলিম্বে পড়া:

সুন্নাহ প্রমাণ করে যে, কোনো ব্যক্তি যদি শেষে রাতে ঘুম থেকে ওঠার ব্যাপারে আশাবাদী হয় তাহলে তার জন্য শেষে রাত পর্যন্ত বলিম্বে করে বতিরিরে নামায পড়া উত্তম। কারণ শেষে রাতের নামায উত্তম। এই নামাযে অনেকে (ফরেশেতা) উপস্থিতি থাকে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি শেষে রাতে উঠতে না পারার আশঙ্কা করবে সে যেন রাতের শুরুতেই বতিরি পড়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি রাতের শেষে ভাগে নামায পড়ার ইচ্ছা রাখে সে যেন রাতের শেষে ভাগেই বতিরি পড়ে। কারণ রাতের শেষে ভাগের নামাযে ফরেশেতার হাজরি হন। সটোই অধিক উত্তম।”[হাদীসটি মুসলিম (৭৫৫) বর্ণনা করেন]

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: এ অভিমতই সঠিক। অন্য সাধারণ হাদীসগুলোকে এই স্পষ্ট সহহি উত্তমতার অর্থ বখা করা করতে হবে। যমেন এক হাদীসে এসেছে: ‘আমার খলি (প্রিয় ব্যক্তিত্ব) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন আমি যেন বতিরিরে নামায না পড়ে না ঘুমাই।’ এই হাদীসটি এমন ব্যক্তির ক্ষত্রে প্রযোজ্য হবে যে ঘুম থেকে উঠতে পারার ব্যাপারে নশিচি নয়।[সমাপ্ত][শরহে মুসলিম (৩/২৭৭)]

বতিরিরে নামাযের পদ্ধতি:

বতিরিরে নামাযের সর্বনম্ন পরিমাণ হচ্ছে এক রাকাত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ‘বতিরি হচ্ছে শেষে রাতের এক রাকাত।’[হাদীসটি মুসলিম (৭৫২) বর্ণনা করেন] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন: ‘রাতের নামায দুই রাকাত দুই রাকাত করে। তোমাদের কটে যদি ভিরে হয় যাওয়ার আশঙ্কা করে তাহলে সে যেন এক রাকাত নামায পড়ে নেয়। এই রাকাত তার পূর্বের আদায়কৃত নামাযকে বজেড়ে করে দিবে।’

কটে যদি এক রাকাত সীমতি থাকে তাহলে সে সুন্নত আদায় করল। ... তিনি, পাঁচ, সাত ও নয় রাকাত বতিরি নামায পড়া জায়েয।



তনি রাকাত বতিরি পড়লে এর দুটি রূপ। উভয়টি শরিয়তসম্মত:

এক: এক তাশাহুদরে মাধ্যমে টানা তনি রাকাত পড়া। কারণ আয়শো রাদয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীস আছে, তনি বলেন: ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বতিরিরে দুই রাকাতে সালাম ফরোতনে না।’ অন্য বর্ণনায় আছে: ‘তনি তনি রাকাত বতিরি পড়তনে, সর্বশেষে রাকাতে ছাড়া বসতনে না।’ [হাদীসটি নাসাঈ (৩/২৩৪) ও বাইহাকী (৩/৩১) বর্ণনা করেন। ইমাম নববী ‘মাজমু’ (৪/৭) গ্রন্থে বলেন: ইমাম নাসাঈ হাদীসটি হাসান সনদে এবং বাইহাকী সহিহ সনদে বর্ণনা করেন]

দুই: দুই রাকাত পড়ে সালাম ফরিয়ি ফেলো। এরপর এক রাকাত পৃথকভাবে পড়া। দলিল হলো ইবনে উমর রাদয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তনি জোড় দুই রাকাত ও বজেজোড় এক রাকাতের মাঝখানে সালাম ফরোতনে। তনি উল্লেখ করেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করতনে। [হাদীসটি ইবনে হব্বান (২৪৩৫) বর্ণনা করেন। ইবনে হাজার (২/৪৮২) ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেন: হাদীসটির সনদ শক্তিশালী][সমাপ্ত]

আর যদি পাঁচ অথবা সাত রাকাত পড়ে তাহলে নরিবচ্ছিন্নভাবে পড়বে, কেবল শেষে রাকাতের বঠেকে বসে তাশাহুদ পড়বে এবং সালাম ফরোবে। দলিল হলো আয়শো রাদয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতেরে রাকাত নামায পড়তনে। এর মধ্যে পাঁচ রাকাত বতিরি পড়তনে, যার শেষে রাকাত ছাড়া কোনো রাকাতে তনি বসতনে না।” [হাদীসটি মুসলিম (৭৩৭) বর্ণনা করেন]

উম্মে সালামাহ রাদয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন: ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ এবং সাত রাকাত বতিরি পড়তনে। এর মাঝে সালাম বা কথার মাধ্যমে কোনো বিরতি দিতনে না।’ [হাদীসটি আহমদ (৬/২৯০) ও নাসাঈ (১৭১৪) বর্ণনা করেন। ইমাম নববী বলেন: হাদীসটির সনদ উত্তম। আল-ফাতহুর রাব্বানী (২/২৯৭)। শাইখ আলবানী সহীহুন নাসাঈতে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

আর যদি নয় রাকাত বতিরি পড়ে তাহলে নরিবচ্ছিন্ন পড়বে, যার মধ্যে কেবল অষ্টম রাকাতে তাশাহুদরে জন্য বসবে। তারপর সালাম না ফরিয়ি উঠে যাবে এবং নবম রাকাতে তাশাহুদ পড়ে সালাম ফরোবে। এর সপক্ষে দলীল হচ্ছে সহিহ মুসলমি (৭৪৬) বর্ণিত হাদীস, আয়শো রাদয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন: ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয় রাকাত নামায পড়তনে। অষ্টম রাকাত ছাড়া কোনো রাকাতে তনি (তাশাহুদরে জন্য) বসতনে না। বসে আল্লাহর যিকির করতনে, তাঁর প্রশংসা করতনে, তাঁর নকিট দোয়া করতনে (অর্থাৎ আততাহয়্যাতু পাঠ করতনে)। তারপর সালাম না ফরিয়ি নবম রাকাতেরে জন্যে দাঁড়িয়ে যতেনে। নবম রাকাত শেষে করে তাশাহুদ পাঠ করার জন্য বসতনে। বসে আল্লাহর যিকির করতনে, তার প্রশংসা করতনে ও তাঁর নকিট দোয়া করতনে (অর্থাৎ তাশাহুদ পড়তনে)। এরপর আমাদরেক শুনিয়ে সশব্দে সালাম ফরিতনে।’

আর যদি এগারো রাকাত বতিরি পড়ে, তাহলে প্রত্যেকে দুই রাকাত পড়ার পরে সালাম ফরোবে এবং এক রাকাত বতিরি পড়বে।



বতিরিরে নামাযের পূর্ণতার ন্যূনতম রূপ:

বতিরিরে নামাযে পূর্ণতার ন্যূনতম পদ্ধতি হচ্ছে দুই রাকাত পড়তে সালাম ফরোব। তারপর আরও এক রাকাত পড়তে সালাম ফরোব। এক সালামে তিনি রাকাত পড়া জায়গে। তবে সেক্ষেত্রে একবার তাশাহুদ পড়তে হবে, দুইবার নয়; যমেনটি ইতপূর্ববে উল্লেখ করা হয়েছে।

বতিরিরে নামাযে কী পড়বেন?

তিনি রাকাতের মধ্যে প্রথম রাকাতে গোটা সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়বেন।

নাসাঈ (১৭২৯) বর্ণনা করেন: উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বতিরিরে নামাযে **سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى** (সূরা আ'লা), **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ** (সূরা কাফরুন) এবং **قُلْ هُوَ اللَّهُ** (সূরা ইখলাস) পড়তেন। [শাইখ আলবানী সহীহুন নাসাঈতে এ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

বতিরিরে নামাযে এই রূপগুলোর বিবরণ সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে। সর্বোত্তম হচ্ছে একজন মুসলিম সবসময় একই পদ্ধতিতে বতিরি পড়বেন না। বরং কখনো এই পদ্ধতি, আবার কখনো ঐ পদ্ধতিতে বতিরি পড়বেন; যাতনে করে সে সকল সুন্নত আদায় করতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।